তারিখ ... 19/3/79 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 5 ...

ইত্তেফাক

ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী আবুল মনসুর আহমদ আর নাই

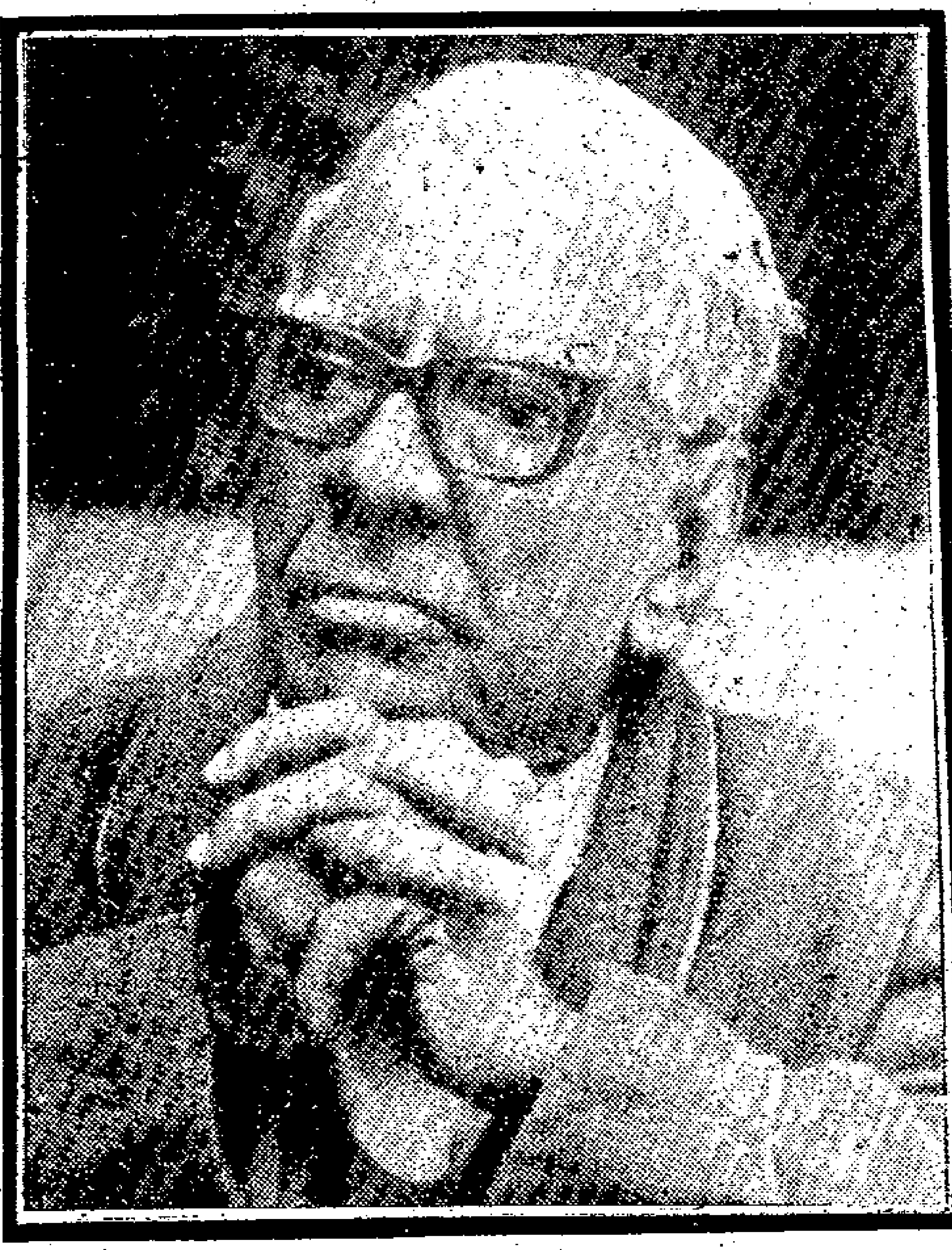

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ইত্তেফাক গভীর দুঃখ ও বেদনার সহিত জানাইতেছে যে, প্রথিতযশা সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সাবেক মন্ত্রী জনাব আবুল মনসুর আহমদ গতকাল (রবিবার) দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে......... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮১ বৎসর।

আবুল মনসুর আহমদের মৃত্যুর ফলে পরিসমাপ্তি ঘটিল এক ঘটনাবহুল রাজনৈতিক অধ্যায়ের, অবসান ঘটিল সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ও ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী এক সাহিত্যসেবীর। আবুল মনসুর আহমদের সাংবাদিকতার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অসাধারণ ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে তিনি দেশ ও জাতিকে সুষ্ঠু ও সঠিক পথের নির্দেশ করিয়াছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাকের উপ-সম্পাদকীয় কলামে তাঁহার লেখা বহুদিন এ দেশের ব্যক্তি-মানসকে আলোকিত ও আলোড়িত করিয়াছে।

আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্য জীবন ছিল সমাজ-চেতনামূলক রচনাশৈলীতে সমৃদ্ধ। ব্যঙ্গাত্মক ও মার্জিত বর্ণনভঙ্গীর মাধ্যমে তিনি সমাজের এমন বিভিন্ন দিক তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যাহা সাহিত্য ক্ষেত্রের এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে দীর্ঘকাল যাবৎ আদৃত হইয়া রহিয়াছে।

জনাব আবুল মনসুর আহমদকে গত শনিবার রাত্রি সাড়ে দশটায় গুরুতররূপে অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৯ নম্বর কেবিনে ভর্তি করা হয়। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার অবস্থার অবনতি ঘটে এবং সেই অবস্থায়ই তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার সংজ্ঞা ছিল, এমনকি মৃত্যুর এক ঘণ্টা

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

আবুল মনসুর আহমদ আর নাই

(১ম পৃঃ পর)

পূর্বেও তিনি ফিস ফিস করিয়া কথা বলিতে পারিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে ৪ জন, আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহীরা উপস্থিত ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ ছড়াইয়া পড়ার পরপরই তাঁহার গুণগ্রাহী ও বন্ধু বান্ধব হাসপাতালে যান। দুপুর দেড়টায় মরহুমের লাশ তাঁহার ধানমণ্ডীস্থ বাসভবনে লইয়া যাওয়া হয়। ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার, মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক ও অসংখ্য গুণগ্রাহী মরহুমের বাসভবনে গমন করেন।

জনাব আবুল মনসুর আহমদ তিন চারদিন যাবৎ জ্বরে ভুগিতেছিলেন। একমাস পূর্বে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং সেই হইতে তাঁহার অবস্থা খারাপ যাইতেছিল। একমাস যাবৎ তাঁহাকে কোন কঠিন খাবার পরিবেশন করা সম্ভব হয় নাই।

পাকিস্তানের বিশিষ্ট নিউরোলজিষ্ট ডাঃ জুম্মা ঢাকায় অবস্থানকালে তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।

মরহুম আবুল মনসুর আহমদ মৃত্যুকালে স্ত্রী, পাঁচ পুত্র, ৭ টি নাতি-নাতনী, অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ৬৪ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী রহিয়াছেন।

আজ (সোমবার) বাদ জোহর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে তাঁহার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হইবে। জানাজার পর শেরে বাংলানগরস্থ জাতীয় গোরস্তানে মরহুমের লাশ দাফন করা হইবে।